০১-০২-১৭ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - রোজ অমৃতবেলায় জ্ঞান আর যোগের ধূপগুড়ি (ধূপকাঠি) জ্বালাও, তাহলে বিকার রূপী ভূত পালিয়ে যাবে"

প্রশ্ন - এমন কোন্ ভুল তোমাদের ভেতরে অনেক ভূতের প্রবেশকে অনুমতি দেয়?

উত্তর - আমি হলাম আত্মা, এই কথাটি ভুলবার কারণেই অনেক ভূতের প্রবেশ হয় । দেহ অভিমানের ভূত হল সবচেয়ে বড় ভূত, যার পেছনে সব আসতে শুরু করে । এইজন্য যতটা সম্ভব দেহীঅভিমানী হওয়ার (আমি আত্মা) প্র্যাকটিস করার পুরুষার্থ করো ।

গীত -: আজ মানুষ রয়েছে অন্ধকারে.....

ওম শান্তি । বাবা বসে বাচ্চাদের এই গীত সম্পর্কে বোঝাচ্ছেন । ভক্ত ভগবানের কাছ থেকে চায় যে ভগবান এসে আমাদের চোখে তাঁর নিজের সাক্ষাৎকার করান। এখন তোমরা বাচ্চারা, নিজেরা বাবার সামনে বসে আছো, তোমাদের চোখ ভগবানকে খুঁজে পেয়েছে। ঈশ্বরকে কিভাবে পাওয়া যায় , সেটা তিনি নিজেই এসে বলে থাকেন অর্থাৎ জ্ঞান দিয়ে থাকেন । শরীর দ্বারা বোঝান । তোমরা সব আত্মারাও এই শরীর দ্বারা নিজের নিজের পার্ট প্লে করছো, শরীর ছাড়া তো কেউই পার্ট প্লে করতে পারে না । আত্মারাই শরীর দ্বারা পার্ট প্লে করে । শরীরের নাম শুধুমাত্র আলাদা আলাদা রাখা হয় । আত্মা তো সবাই এক সমান হয় । আত্মা নিজে বলে আর বাবাও বোঝান যে আত্মা চুরাশী জন্ম গ্রহণ করে । আত্মা বলে আমরা এক শরীর ত্যাগ করে আরেক শরীর ধারণ করি । এসব কথা তো শরীর বলে না । এবার তোমরা বাচ্চারা তো জানো যে আমরা হলাম আত্মা, শরীর নই । বাবা এসে আমাদের আত্ম অভিমানী তৈরী করেন । এই শরীর দ্বারাই আত্মা সবকিছু করে । শরীরের ভেতরে আত্মা বলে যে আমি এই শরীর দ্বারা চলাফেরা করি । আমি আত্মা জজ, উকিল ইত্যাদি তৈরী হই । আত্মা বলে আমরা এই শরীর দ্বারা রাজযোগ শিখি । তারপর আবার এসে রাজারাণীর পোষাক পড়ব । তোমাদের এভাবে আত্ম অভিমানী তৈরী করা হয় । দেহ অভিমানে আসাই হলো এক নম্বর ভুল, যার ফলে ভুলের পর ভুল হতে থাকে । একে দেহ অভিমানের ভূত বলা হয় । প্রতিটি মানুষের মধ্যে পাঁচটি ভূত অবশ্যই থাকে । ভূতদের তাড়াবার জন্যই ধূপকাঠি জ্বালাতে হবে, এই পাঁচ বিকার রূপী ভূতদের তাড়াবার ধুপকাঠি হলো জ্ঞান আর যোগ । এরা কিন্তু তাড়াতাড়ি পালায় না । তাদের অগ্নিকুন্ডে দিতে হয় কারণ এই পাঁচটি বিকার সবচেয়ে বড় পুরানো শত্রু । বাবা বলেন, বাচ্চারা অর্দ্ধকল্প ধরে , যখন রাবণ রাজ্য শুরু হয়েছিলো, তখন থেকেই তোমাদের মধ্যে এই ভুতের প্রবেশ হয়েছে । ভারতবাসী প্রথম থেকে রাবণকে শত্রু হিসেবে জ্বালিয়ে আসছে । যেহেতু , একবার ভস্ম করা হয়েছিলো সেই কারণে তখন থেকেই নিয়ম হয়ে চলে আসছে । এই সময় তোমরা এই পাঁচ বিকারের ওপর বিজয় লাভ করেছো । অর্দ্ধকল্পের জন্য রাবণকে মারা হয়েছিলো । বাচ্চারা বাবাকে বলে, কখন সে আবার জীবন্ত হয়ে ওঠে ? বাবা বলেন, অর্দ্ধকল্পের পরে সে আবার জীবন্ত হবে আর নিজের রাজ্য শাসন করবে । মানুষ বলে তারা রামরাজ্য চায় । সুতরাং এখন এটা কার রাজ্য ? এটা রাবণরাজ্য তাইনা ! সত্যযুগে রাবণরাজ্য হবে না, সেখানে হবে রামরাজ্য । আচ্ছা, রামরাজ্যের পূর্বে রাজারাণী কে ছিল ? এটাও কেউ জানে না । তারা রাম নামের কীর্তন করে এবং সেইসঙ্গে তাকে অনেক উঁচুতে নিয়ে যায় আর কৃষ্ণকে

তার নীচে রাখে । সত্যযুগ সম্বন্ধে মনে হয় তারা কিছুই জানে না । প্রদর্শনীতে তোমরা লিখতে পারো, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অশুভ আত্মার প্রবেশ ঘটেছে । যখন তোমরা কমপক্ষে সাতদিন অগ্নিকুন্ডে থাকবে সব অশুভ আত্মা পলায়ন করবে । তাদের জ্ঞান আর যোগের ধূপকাঠি দরকার । সেসব ছাড়া কখনোই মুক্তি জীবন মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয় । এই জ্ঞান আর যোগের ইনজেকশন শুধুমাত্র একজন সার্জনের কাছে থাকে । এখন সেই জ্ঞান আত্মারা পাচ্ছে । আত্মা বোঝে যে বাবা আমাদের বোঝাচ্ছেন, অন্য কোনো ভাষায় এমন বলবে না যে পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের পড়াচ্ছেন । ভগবান নিজেও নিরাকার, সেই কারণে বাচ্চারাও (আত্মারা) নিরাকার । নিরাকার এই সাকার দ্বারা সাকার বাচ্চাদের জ্ঞান দিচ্ছেন । তোমরা এইসব ভালো করে বুঝতে পারছ । কিন্তু চলতে চলতে অনেক বাচ্চরা ভুলে যায় । ভুলবার প্রথম আর প্রাচীন কারণই হলো দেহ অভিমানের ভুত । তাকে তাড়ানোর জন্যই অমৃতবেলাতে পুরুষার্থ করতে হবে । অমৃতবেলায় বাবার স্মরণ ভালো করে হয় । বলা হয়, সিমর সিমর সুখ পাও অর্থাত্ প্রত্যেক মূহুর্তে স্মরণ করে সুখের অনুভব করো। নিয়ম হলো অমৃতবেলায় তাঁকে স্মরণ করা । ভক্তরাও সব অমৃতবেলায়ই ভগবানকে স্মরণ করে । প্রভাতে আমার মন রামকে স্মরণ করে...আত্মা বুদ্ধিকে বলে, রামকে স্মরণ করো । ভক্তি মার্গে সহজভাবে একটা শ্লোগান তৈরি করে ; কিন্তু সেটা রিয়ালিটি নয় । তারা বোঝে না যে কাম বিকার হলো ভূত । তোমরা লিখতে পারো, সবার মধ্যে পাঁচ ভূত বর্তমান । প্রথম নম্বর দেহ অভিমান । সেকেণ্ড মহাশত্রু, কাম । প্রথমদিকে স্কুলে পড়ানো হতো যে তোমরা আত্মা আর এই শরীর পাঁচ তত্বে তৈরী । আত্মা অবিনাশী আর শরীর বিনাশী । এখন আর এই পড়াশোনা কিছু করানো হয়না । তোমাদের বাচ্চাদের এখন পুরো পরিচয় দেওয়া হয় । প্রেসিডেন্টকে অবশ্যই তোমরা প্রেসিডেন্ট বলবে । প্রাইম মিনিস্টারকে প্রাইম মিনিস্টার । তাদের দুজনের নিজের নিজের অ্যাক্ট আলাদা । ঠিক সেভাবেই পরমপিতা পরমাত্মা, এবং ত্রিমূর্তি তাঁদের নিজের নিজের অ্যাক্ট আলাদা । শিবকে বলা হয় পতিত-পাবন । তিনি ব্রহ্মা দ্বারা পতিতদের পাবন তৈরী করেন আর এটা তাঁর ডিউটি । শিব হলেন উঁচুতম থেকেও উঁচু । শিববাবা কখনো জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আসেন না কিন্তু তিনি ব্রহ্মা দ্বারা সার্ভিস করেন । শিববাবা হলেন এভার পিওর (পবিত্রতায় ভরা) । ব্রহ্মা বিষ্ণু পুনর্জন্মের চক্রে আসেন । শিববাবা হলেন করনকরাবনহার (কাণ্ডারী, director) । এই সময় বাবা মিষ্টি ঝাড়ের স্যাপলিং (চারা) লাগাচ্ছেন, যারা অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে, তারা সবাই বেরিয়ে আসবে । তাই এতো বোঝানো , নতুন কেউ বুঝবে না । সাতদিনের প্রতিদিন অগ্নিকুন্ডে (যোগ ভাট্টীতে) না থাকলে মুক্তি এবং জীবন মুক্তি কেউই পায় না । তুমি অনেক পরিশ্রম করেছ এই অশুভ আত্মাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য ! বুদ্ধি যখন পবিত্র হয় তখনই জ্ঞান অমৃত বুদ্ধিতে ধরে রাখতে পারবে । তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো, সত্যিই তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে ভুলে যাও । অনেক সময়ে দেহ অভিমানে এসে তোমাদের লাভ বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনের দিকে টেনে নিয়ে যায় । কারও মোহের ভূত থাকা উচিত্ নয় । বাবার কত বাচ্চা সেখানে মোহের কোনও কথাই নেই । তোমরা জানো আত্মা কখনও মরে না, মানুষের মৃত্যু ভয় থাকে । আত্মা অবিনাশী আর পরমাত্মাও অবিনাশী । তিনি জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আসেন না । বাবা বলেন আমি এই শরীরের লোন নিয়ে থাকি । এনার মধ্যে আমি থাকি তাই এনার অনেক লাভ হয় । ওনার আয়ু বেড়ে যায় আর সুন্দর হয়ে যান । এনার সব দুর্বলতা শেষ করে সম্পূর্ণরূপে আবার নতুন তৈরী করি । বাবা তো হনই সুখদাতা । ইনি বাবার জন্যই যোগ শেখেন এবং এই কারণে সুস্থ হয়ে যান । কাউকে গালি দেওয়া, রাগ করা এসব হলো আসুরী স্বভাব । সত্যযুগে অপমানকর কিছু হয় না । নামই কত সুন্দর, ফার্স্ট ক্লাস - হেভেন (স্বর্গ) , বৈকুণ্ঠ, প্যারাডাইস । ক্রাইস্ট-এর তিন হাজার বছর আগে

ভারত প্যারাডাইস ছিল । সেই হিসেব অনুযায়ী এখন পাঁচ হাজার বছর হয়েছে । এই সত্য জ্ঞান আর সত্য নারায়ণের কথা কত সহজ । আমরা এখন নর থেকে নারায়ণ হওয়ার সত্য কথা রাজযোগ দ্বারা শুনি । এখানকার কথাগুলোই আবার ভক্তি মার্গে চলে যায় । আশ্চর্যের ব্যাপার তাই না ! ভারতবাসীরা জানে না যে লক্ষ্মী নারায়ণই রাধাকৃষ্ণ ছিল, এইজন্য আমরা এই চিত্র বানাই যাতে মানুষরা বোঝে । তোমাদের বাচ্চাদের সেন্টার ক্রমাগত বৃদ্ধি হচ্ছে । অনেকেই চায় একটা সেন্টার খুলতে । যাচাই করে তোমাদের দেখা উচিত্ কতজন মানুষ এই পড়াশোনা করতে চায় । স্কুলে স্টুডেন্ট থাকতে হবে । প্রথমে দুজন চারজন আসবে , পরে বেশী হতে থাকবে । গলিতে গলিতে মন্দির, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান খোলা হচ্ছে । এক দুজনকে দেখে অনেকেই এসে পড়ে । সেন্টার খোলার জন্য উপযোগী জায়গা হতে হবে । খুলতে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু বিকারের কারণে অনেক বিঘ্ন উত্পন্ন হয়। আমরা তো শুধু মাত্র গীতা পাঠ করে শোনাই । যুদ্ধের শুরু হয়েছিলো বিকারের কারণেই । তারা বিশ্বাস করে যদি তারা এখানে আসে তারা এক পেয়ালা বিষও পাবেনা । মীরার ইতিহাস এর ওপরে ভিত্তি করে হয়েছে । সেরকম তো অনেক কন্যা আর বালক ব্রহ্মচারী থাকে , তাদের তো কেউ কিছু বলে না । তারা পূর্ব কল্পেও অপমানিত হয়েছিলো, এইসব হতেই হয় । অনেকে তো পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করে আবার পরাজিতও হয় । প্রত্যেক চক্রে এটা হলো একটা লটারি । যাচাই করা হয় , কতদূর পর্যন্ত বরসা নিতে পারো, যেমন পারবে কল্পে কল্পে সেই একই বরসা নিতে থাকবে । কখনও আবার চাহিদা পুরো না হওয়ার কারণে ক্রোধের বশে হাঙ্গামাও করে । অনেক কষ্ট দেওয়া হয় , মারধোর করা হয় , তারপর যখন বুঝতে পারে তখন ক্ষমা চাইতে থাকে । যারা তোমাদের বদনাম করে তাদের নৈতিক উন্নতিসাধন করো । তারা বলবে , আচ্ছা আবার পুরুষার্থ করো । যারা তোমাদের বদনাম করে তাদের উন্নীত করা অনেক ভালো । দয়ালু হতে হবে । প্রথম প্রথম আত্ম অভিমানী হওয়ার জন্য পরিশ্রম করতে হয় । দেহ অভিমানী হলে বাবাকে তোমরা ভুলে যাও আর ভুল হতে থাকে । তোমাদের প্রত্যেককে তোমাদের আচার আচরণ দেখে বোঝা যায় । মুখ থেকে সবসময়ই রত্ন অর্থাৎ ভালো শব্দ বেরোনো উচিত্ , পাথর নয় । আগে তো পাথর অর্থাৎ কটু শব্দ বের হতো । এখন রত্ন বের হওয়া দরকার । তোমাদের নামই হলো রূপ বসন্ত । বাবাও হলেন রূপ বসন্ত । জ্ঞানের সাগর আর ওঁনার রূপও জ্যোতির্লিঙ্গম দেখানো হয়েছে , কিন্তু তিনি হলেন স্টার (তারার মত ছোট বিন্দু) । পূজোর জন্য বড় রূপ করা হয়েছে । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহ পূর্ণ স্মরণ আর সুপ্রভাত । রূহানী বাবার রূহানী বাচ্চাদের প্রতি স্নেহ ভরা নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার --:

১) প্রথম প্রথম আত্ম অভিমানী হওয়ার পরিশ্রম করতে হবে । দেহ অভিমানে কখনও আসবে না । দয়াবান হও এবং যারা তোমাদের বদনাম করে তাদের উন্নীত করো ।

২) ভূতদের (বিকারকে) সরাবার জন্য বিশেষ ভাবে স্মরণের পুরুষার্থ করতে হবে । মিষ্টি মধুর বৃক্ষের স্যাপলিং (চারা) লাগাতে বাবার মদদগার (সাহায্যকারী) হতে হবে ।

বরদান --: অকাল তখতে বসে কর্মেন্দ্রীয় দ্বারা সদা শ্রেষ্ঠ কর্ম সম্পাদনকারী কর্মযোগী ভব!

কর্মযোগী তারা হয় , যারা অকাল তখতনশীন অর্থাৎ স্বরাজ্য অধিকারী আর বাবার রাজ্য ভাগ্যের অধিকারী হয় । যারা সবসময় অকাল তখতে বসে কর্ম করে অর্থাৎ কাজ করতে করতে বাবাকে স্মরণ করে যারা , তাদের কর্ম শ্রেষ্ঠ হয় কারণ সব কর্মেন্দ্রীয় (Law and order) নিয়মানুসারে চলে । যখন কেউ তখতে না থাকে, তখন তারা নিয়মানুসারে চলতে পারে না । তাই তখতনশীন আত্মা সবসময়ই যথার্থ কর্ম আর যথার্থ কর্মের প্রত্যক্ষ ফল খাওয়ার যোগ্য হয় । তারা খুশী আর শক্তি দুটোই প্রাপ্ত করে ।

স্লোগান -- ব্রহ্মাবাবা তাদের ভালবাসেন যাদের ব্রাহ্মণ কালচারের প্রতি ভালোবাসা আছে ।